খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 37 ❑ 28 Nov., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বনগাঁয় থমকে রয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের কাজ, বাড়ছে অসন্তোষ

এম এ হাকিম : বনগাঁয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে। রীতিমত বোর্ড লাগিয়ে শুরু হয়েছিল পাইকপাড়া জোন ২ এর কাজ। অর্থাৎ, রাস্তার পাশে মাটি খুঁড়ে পাইপ লাইন বসানোর কাজ। কিন্তু রাস্তার পাশে প্রচুর পাইপ মজুদ করে রাখা হলেও অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বনগাঁ ব্লকের ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাগদা রোডের পাশে 'পাইকপাড়া ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম' নামের একটি জলাধার নির্মাণ করা হয় ২০১০ সালে। এটিতে ১০ লাখ লিটার জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় হল, 'পাইকপাড়া ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম' (জোন-১) নামে প্রকল্পটি চালু থাকলেও জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই খোদ পাইকপাড়াতেই। জনগণের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এতদিন পর এবার পাইকপাড়া জোন ২ নামে একটি নয়া প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। জমি কিনে নতুনভাবে তৈরি করা হবে জলাধার।

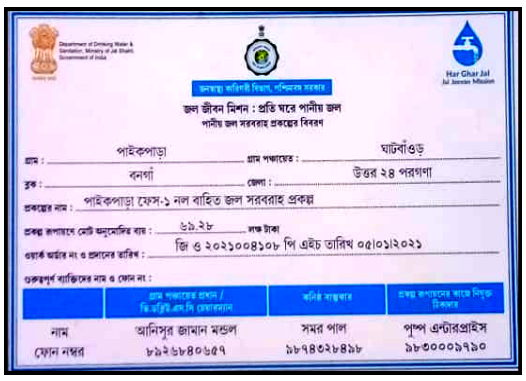

এজন্য সময় লাগবে কমপক্ষে একবছর। এই জোনের আওতায় পাইকপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা বাড়ি বাড়ি জল পাবেন। সোমবার এ নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শৈবাল বর্ধনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, স্থানীয় কিছু সমস্যার কারণে কাজ বন্ধ রয়েছে। এটা সরকারি কাজ। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।

এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এদিকে, স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, রাস্তার পাশে পাইপ লাইন বসানোর জন্য খোঁড়াখুঁড়ির জন্য রাস্তার যে ক্ষতি হয়েছে তা আগে ঠিক করে দিতে হবে। মাত্র এক জায়গায় মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র তা করা হয়নি। মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পরেই বাকি কাজ করতে হবে।

পিএইচই দফতরের ব্যারাকপুর ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শৈবাল বর্ধন আরও জানান, রাস্তা মেরামতির জন্য আমরা পিডব্লিউডি এবং পি অ্যান্ড আর ডি দফতরকে টাকা দিয়েছি। তারাই এগুলো করবে। এজন্য যৌথ পরিদর্শনও হয়েছে। কিন্তু তার আগে পাইপ বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই কাজে যদি বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে এই প্রকল্পের কাজ বিলম্বিত হবে।

এদিকে, আচমকা জল প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের একাংশ বলছেন, পাইকপাড়ার নামে জল সরবরাহ প্রকল্প চালু থাকলেও এতদিন পাইকপাড়ার লোকজন জল পাননি। এবার সেই বহুলালোচিত উন্নয়নের কাজ নতুনভাবে শুরু হলেও কিছুদিন না যেতেই তা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাহলে কি এবারও বাড়ি বাড়ি জল দূরঅস্ত? এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনের মধ্যে চাঁপা ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

নদীর জমির বেআইনি টেন্ডারের অভিযোগে পদক্ষেপ প্রশাসনের

প্রতিনিধি ঃ নদীর জমির বেআইনি টেন্ডারের অভিযোগ উঠেছিল বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে। বেত্রাবতী নদী দখল করতে তৃণমূলের পতাকা টাঙিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। এবার সেই টেন্ডার বাতিল করল বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা মিটিং করে টেন্ডার বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তরুণ ঘোষ বলেন, 'টেন্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। সে কারণে সরকারি নির্দেশে এই টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩৭ ❐ ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

নিত্যযাত্রীদের নিত্য দুর্ভোগের নাম বনগাঁ লোকাল

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক মানুষ প্রতিদিন কর্মের খাতিরে হাজির হয় মহানগর কোলকাতায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনেও অসংখ্য মানুষকে যেতে হয় মহানগরে। হোক সে অফিসিয়াল বা চিকিৎসার প্রয়োজন। গন্তব্য সেই মায়ানগরী। আর সেখানে পৌঁছানোর সহজলভ্য মাধ্যম ভারতীয় রেল। বিভিন্ন লাইনের ট্রেন নির্দিষ্ট গতি মেনে চললেও বনগাঁ লোকালের গতির যেন কোন সঠিক মাপকাঠি নেই। ভিড়ে ঠাসা নিত্যযাত্রীরা অর্ধেক শক্তি হারিয়ে ফেলে যাত্রাপথেই। তার উপর বারাসতে ঢোকার মুখে সিগন্যাল হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ। এই সিগন্যাল হারানো প্রতিদিন প্রায় প্রতিটি ট্রেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ঘটনা শুধু বারাসাতেই নয়, দমদম, বিধাননগর এবং শেষ স্টেশন শিয়ালদহ ঢোকার মুখে প্রতিনিয়ত হয়েই থাকে। ফলে দুর্ভোগে পড়ে লক্ষাধিক বনগাঁ লোকালের নিত্যযাত্রী। ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবী দীর্ঘদিনের। সে দাবী পূর্ণ না হলেও ট্রেনের গতি যদি সঠিক থাকে, তাহলে হয়ত যথাযথ সময়ে অফিসযাত্রী অর্ধেক শক্তি হারিয়েও অফিসে পৌঁছাতে পারে। ট্রেন থমকে গেলেও সময় গতিশীল। নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে সে এগিয়েই চলে। তাইতো নিত্যযাত্রীদের কপালে প্রতিদিন জোটে অফিস বসের কটূক্তি; তিরস্কার! লাঞ্ছনা সহ্য করে চলে তাদের জীবন জীবিকা। রেলকর্তৃপক্ষের সদয়দৃষ্টি যদি পড়ে বনগাঁ লোকালে, তাহলে হয়ত এই দুর্ভোগের শেষ হবে। না হলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিকার হবে— এই দুর্ভোগের; সহ্য করবে অফিস বসের গঞ্জনা!

মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগে তিন মহিলা কর্মী ধৃত

প্রতিনিধি ঃ মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি বানিয়ে গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে টাকা তুলে কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগের ঘটনার তদন্তে নেমেছিল গোপালনগর থানার পুলিশ। সোমবার সকালে ওই সংস্থার তিন মহিলা কর্মী তথা এজেন্টকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম রিয়া মজুমদার, মৌমিতা রায় ও সোনালী বিশ্বাস। ধৃতরা গোপালনগর থানার আকাইপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতরা ওই সংস্থার আকাইপুর এলাকার অফিসে দীর্ঘদিন ধরে কর্মী হিসেবে কাজ করছিল। পাশাপাশি কল্পিতা নামে ওই মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থার এজেন্ট। ধৃতরাই গ্রামের লোকজনদের সংস্থায় বই করতে বলেছিল। এবং বাড়ি থেকে এসে টাকাও নিয়ে যেত। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, কল্পিতা নামক ওই সংস্থার মালিকের বাড়ি চাকদা থানা এলাকায়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ২৭ টি ব্রাঞ্চ করে এই টাকা নেওয়ার কাজ করছিল। টাকা ফেরত চেয়ে না পেয়ে সম্প্রতি ওই মালিকের নামে চাকদা থানায় অভিযোগ হয়। তারপর থেকে পলাতক রয়েছে সে। পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

গাছ কাটার অভিযোগ

তৃতীয় পাতার পর...

পেছনে বেশ কিছু গাছ রয়েছে। অভিযোগ, সেই কাজগুলি কেটে বিক্রি করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির সৌরভ গয়ালী বলেন, 'বনদপ্তর এর অনুমতি ছাড়া সবুজ ধ্বংস করা হচ্ছে। আর্থিক মুনাফা করবার জন্য এই সবুজ নিধন। সে কারণে আমি ঘটনার তদন্ত চেয়ে জেলা বনদপ্তর ও বাগদা থানায় ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছি। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা স্কুলের পেছনে ফাঁকা জায়গায় ব্লক অফিসের মাধ্যমে একটি কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সে কারণে স্কুলে মিটিং করে রেজুলেশন করে পরিষ্কার করা হচ্ছে। স্কুলের বর্তমান সভাপতি বিধানচন্দ্র রায় বলেন, দুটি পাতলা পাতলা চটকা গাছ কেটে এলাকা পরিষ্কার করা হচ্ছিল। উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছিল। বিরোধীরা স্কুলের বদনাম করবার জন্য এই চক্রান্ত করেছে। স্কুলের প্রাক্তন সভাপতি চন্দন সরকার বলেন, মোটা মোটা গাছ কেটে উন্নয়ন হয় না। তার জন্য বনদপ্তরের অনুমতি লাগে। বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই এভাবে গাছ কেটে বিক্রি করে দুর্নীতি করা হয়েছে।

প্রাণীজগতে বহুরূপী

অজয় মজুমদার

মেলারের গিরগিটি স্ট্রেসের সাথে যুক্ত রং এর নিদর্শন রয়েছে। হালকা উত্তেজনা বা চাপ সরীসৃপের স্বাভাবিক রং এর উপর গাঢ় দাগ দ্বারা নির্দেশিত হয়। গিরগিটি আরও বিচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গাঢ় সবুজ দাগগুলি কালো দাগে পরিণত হয়। গুরুতর চাপ প্রাণীটিকে প্রথমে কাঠ কয়লা ধূসর করে দেয়। তারপরে হলুদ ফিকে দিয়ে শোভিত খাঁটি সাদা। অসুস্থ মেলারের বাদামী ধূসর, গোলাপী বা সাদা রঙের হতে পারে। একটি গ্রাভিট প্রাণী কালো

ক্রিম এবং ধূসর বর্ণের এবং সাদা দিয়ে ফুলে উঠবে। টি. ম্যালরি জীভ ২০" ইঞ্চি(৫১ সিএম) দূরে শিকার পৌঁছাতে পারে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃত গিরগিটির চারটি বংশ বর্ণনা করেছেন। ব্র্যান্ডিপোভিয়ান, ব্রুকেসিরা, চ্যামেলিও, রমকোলিয়ন। দুটি অতিরিক্ত জেনাস (Calumma এবং Furcifer) কিছু গবেষক দ্বারা স্বীকৃত। ১৫০ টি বেশি প্রজাতি বর্তমানে পরিচিত এবং অতিরিক্ত প্রজাতির নামকরণ বাকি রয়েছে। প্রায় অর্ধেক প্রজাতি শুধুমাত্র মাদাগাস্কারে দেখা যায়। একটি দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় স্থানীয় (Chamaeleo Zeylanicus) এবং অন্যটি ইউরোপীয় স্পেন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

সবচেয়ে পরিচিত গিরগিটিগুলি চামেলীয় গোত্রের অন্তর্গত এবং এগুলির ফ্রি এন ফিল লেজ রয়েছে যা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অঙ্গগুলির চারপাশে কুন্ডলীর মতো ফ্যাশ মোড়ানো কিছু প্রজাতির মাথায় সুস্পষ্ট অলংকরণ রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি লম্বা শিং সামনের দিকে হতে পারে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য গুলি হয় একচেটিয়া বা পুরুষদের মধ্যে উন্নত অন্তত কিছু বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত একজন প্রতিরক্ষা, একজন প্রতিরক্ষাকারি মানুষ আক্রমণ করলে

শরীর প্রসারিত করে বলা ফুলিয়ে বিশেষ করে মাথার ক্লাব উচু করে বা নাড়িয়ে দেয়, যদি এই ডিসপ্লে অনুপ্রবেশকারীদের ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়, ডিফেন্ডার তার চুয়ালকে চার্জ করে এবং স্ন্যাপ করে। লিঙ্গের মধ্যে চেহারার পার্থক্য যৌন নির্বাচন নামে পরিচিত। একটি প্রক্রিয়ার ফলে হয় সেখানে চরম অলংকরণের সাথে পৃথক-পুরুষদের প্রজনন সাফল্য বেশি হয়, তারা সেই দিনগুলিকে পাশ করে যা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তি তৈরি করে। অলংকরণে অভাব থাকা ব্যক্তিদের তুলনায় দ্রুত হয়। রং বদলানো সাপের মধ্যে বিখ্যাত সবুজ এনাকোন্ডা ৩০ ফুট লম্বা। উপকূল রেখা থেকে অনেক দূরে তারা জন্ম দেয়। এরা নিজেদের রং পরিবেশ অনুযায়ী বদলায়।

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমি আর রাস্তার ধারে প্রস্রাব করতে যাব কী! মনের মধ্যে উদয় হল, ' এখানে যদি তাঁরা কেউ থাকে। তাদের গায়ে লেগে গেলেই মুশকিল। দু'জনে কথা বলায় ব্যস্ত! সেই সুযোগে তিঁনারা যদি আমার গলাটা ধরে গাছের মাথায় তুলে নেয়, জামাইবাবু জানতেও পারবে না। গাছের উপরে ওদের সঙ্গে আমায় থেকে যেতে হবে। কবন্ধ হয়ে।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে একসময় দেখলাম, লোকটাকে জামাইবাবু কালকে সকালে বাড়ি যাওয়ার কথা বলল। তারপরে আমাকে ডেকে নিয়ে আবার সাইকেলে চাপিয়ে চলা আরম্ভ করল। এরপরের জায়গা গুলো আমার চেনা। দু'পাশে তিন-চারটে বাড়ি পেরিয়েই রাস্তা সোজা চলে গেল। আর আমরা ডান দিকের রাস্তায় ঘুরলাম। প্রথম বাড়িটাই দিদিদের।

হোস্টেলে যাওয়ার আগে একবার এক সপ্তাহ ছিলাম বড়দির বাড়ি। জামাইবাবু সাইকেল নিয়ে এসে বাড়ির পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢোকেন। মুখে কোনও কথা না বলে, সাইকেলের বেল বাজিয়ে উপস্থিতি জানিয়ে দেন। 'হ্যাঁ গো' বা 'ও গো' বলে ডাকতেন না। আবার নাম ধরে ডাকতেন না। পরে বুঝেছিলাম উনি বড়দিকে সম্মান করেন। আজকেও বাড়ি ঢুকে সাইকেলের বেল বাজালেন। আসতে একটু দেরি হল দিদির। মনে হয় সন্ধ্যা দিচ্ছিল। তবুও কোনও রাগ নেই জামাইবাবুর। উনি কেবল বললেন, "কে এসেছে দেখ?"

দিদি আমাকে খোকা বলে ডাকত। আর একজন খোকা আছে বাড়িতে। আমার বড়দা। দিদি বড়দাকে খোকা বলে ডাকতে পারে না, তাই বুঝি সেই আক্ষেপে আমাকে খোকা নামে ডেকে মিটিয়ে নেয়। উৎফুল্লতার কোনও প্রকাশ নেই, তবুও একটা মিষ্টি হাসি হেসে আমার কাছে এসে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। জামাইবাবু সেই সময় বললেন, "ও এখন থেকে আমাদের এখানেই থাকবে। আমার স্কুলে ভর্তি হবে।"

দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ও তাই! তাহলে তো ভালোই হল। আমার সুবিধা। ঝুনুকে ওর কাছে রেখে আমি আমার কাজ গোছাতে পারব। চল চল ঘরে চল।"

দিদিদের বাড়িটা মাটির ছিল। তবুও একদম আধুনিক ধরনের। উপরে টালির চাল। ক'চালা তা বলতে পারব না। সামনে খোলা বারান্দা। অনেকটা উঁচুতে। পইঠা বারান্দার মাটি কেটে বানানো। জামাইবাবুর পিছনদিক থেকে সাইকেল ঘরে তোলার এটাই কারণ। ঘর-বারান্দা তকতকে করে গোলা টানা। দিদি কলকাতায় থেকে প্রি ইউনিভারসিটি পাশ করেছে। বাড়িতে বা যেখানেই থাকুক, সব জায়গায় পাকা বাড়ি, পাকা মেঝে। বাড়িতে সেটা মোছামুছি করতে দেখেনি। মা করতে দিত না। বলতো," শ্বশুরবাড়ি গেলে কাজ করবে। যতদিন আমার কাছে থাকে এই ভাবেই থাকুক।" তবে এই মাটির বাড়িটা পরিষ্কার করে রাখার অভিজ্ঞতা আগে কোনও দিন হয়নি দিদির। তবুও কত পরিষ্কার। আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখতাম, এই দিদি হয়তো সৌখিন ছিল না কিন্তু সংসার সম্পর্কে তার কোনও ধারনাই ছিল না। এখন নিজের ঘর সামলাচ্ছে! বিকেল বেলা কাঁচা কাপড়গুলোকে ভাজ করা ছিল দিদির একমাত্র কাজ । দেখতাম সেটুকু দিদি পাট পাট করে ভাজ করে রেখেছে। তারপর আমাকে নিয়ে হাঁটতে বের হতো। দিদি মান্না দের গান খুব ভালোবাসত। সে সময় মুখে গুনগুন করে একটা গানই বেশি গাইত।

"ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে কতই খেলা।

বঁধু কি তীরে বসে মধুর হেঁসে দেখবে শুধু সারাবেলা।"

'মানুষের মন যমুনার তরঙ্গ কত কথাই না বলে। এই তরঙ্গের ভাষা সে ছাড়া আমরা বুঝতে পারিনা। একটা মানুষ আনন্দ করে। এই আনন্দ মনের মধ্যে যখন প্রবল ভাবে তরঙ্গায়িত হয়।' সেটা এভাবেই ফুটে বের হয়। মানুষের জীবন একটা নদী। নদীর জল যেখানে কম, ঢেউ সেখানে বেশি।

চলবে...

সাড়ম্বরে শারদ ও দীপাবলী সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান গাইঘাটায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ নভেম্বর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি গাইঘাটা ব্লক ও গাইঘাটা থানা প্রশাসন আয়োজিত শারদ ও

দীপাবলী সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন প্রাঙ্গনের অস্থায়ি সুসজ্জিত মঞ্চে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তুলসী সাহার কণ্ঠে এসো হে, তোমায় সুস্বাগতম সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সেরা পুজো সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। চাঁদপাড়া ঐতিহ্যবাহী পূরবী মেঘ ও কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তন্দ্রা,দীপা, মৃন্ময় ও শান্তনু চ্যাটার্জীর গাওয়া সংগীত ও পূরবী মেঘের নৃত্য শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান এবং ব্লকের আই.ডি.ও দেবাশিস দাসের আবৃত্তির অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, বিডিও নীলাদ্রি সরকার গাইঘাটা থানর ও.সি. রাখহরি ঘোষ, ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, বাপী দাস, অঞ্জনা বৈদ্য, নিরুপম রায় ও চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস এবং উপ-প্রধান বৈশাখী বর (বিশ্বাস) সহ আরোও অনেকে। অন্যতম উদ্যোক্তা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ স্বাগত ভাষণে উপস্থিত ব্লকের বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সমবেত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনকে স্বাগত জানান। সভাপতি ইলা দেবী এবারের অতিবর্ষণ ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা, কালীপুজো ও দীপাবলী উৎসব সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করায় এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত অনুদানের টাকার সদ্ব্যবহারের জন্য উপস্থিত বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। গাইঘাটা থানার ওসি রাখহরি ঘোষ বলেন, আমি ও বিডিও সাহেব দুই-তিন বছর পর এখান থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে যাবো, কিন্তু আপনাদের সকলকে এই সুন্দর আনুষ্ঠানটিকে ধরে রাখতে হবে। পরিশেষে ব্লকের সেরা দশ দুর্গোৎসব কমিটি ও সেরা ১০ টি শ্যামাপুজো কমিটিকে স্মারক, শংসাপত্র ও মিষ্টি প্রদানে অভিনন্দন জানানো হয়। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক ও থানা প্রশাসনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৩ নভেম্বর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙা বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের ২১ তম বর্ষে আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিঁথি রামকৃষ্ণ মঠের স্বামীজী চিদরুপানন্দ জী মহারাজ, ছিলেন জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্টজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ সকলকে বরণ করে নেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সংগীতের সাথে স্বামীজি কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

পড়ুয়াদের অভিভাবক ও উপস্থিত বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বিপ্লব রক্ষিত। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বিদ্যালয়ের সূচনাকালের প্রধান শিক্ষিকা বর্ষিয়ান স্বপ্না মুখার্জীকে। স্মরণ করা হয় বিদ্যালয়ের প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষক অশোক বিশ্বাসকে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জানিয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন স্বামী চিদরূপানন্দজী।

সুসজ্জিত মঞ্চে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। দোলন ম্যাডামের নির্দেশনায় রবি ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য বীরপুরুষ উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী সমীরণ বিশ্বাসের কণ্ঠে ঠুংরি ও ভজন গান সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীর হৃদয় ছুয়ে যায়। এছাড়া ছিল নৃত্যশিল্পী চিন্ময় পালের কথক নৃত্যের অনুষ্ঠান ও প্রখ্যাত শিল্পীদের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। সব কিছু মিলিয়ে গোবরডাঙা বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরের ২১ তম বর্ষের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

ইমন মাইম সেন্টারের নবতম মূকাভিনয় প্রযোজনা

প্রতিনিধি ঃ গত ২৪শে নভেম্বর মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের নবতম মূকাভিনয় প্রযোজনা "রোজনামচা" মঞ্চস্থ হল গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। এদিন গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্যদলের নাট্য সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় তাদের নতুন নাটক "দায়" এবং গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম এর জীবন অধিকারী নির্দেশিত নাটক "দর্পণ"। এরপরই মঞ্চস্থ হয় ইমনের মূকাভিনয় "রোজনামচা"। এটি ছিল এই মূকাভিনয়ের দ্বিতীয় মঞ্চায়ন। একজন মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ব্যস্ততার কাহিনী উঠে এসেছে এই মূক প্রযোজনায়। ধীরাজ হাওলাদার-এর ভাবনা ও নির্দেশনায় তিনি নিজে সহ মূকাভিনয়টিতে নজর কাড়া অভিনয় করেছেন ইন্দ্রজিৎ দত্ত বনিক, সায়ন প্রামাণিক সহ আরো অন্যান্য অভিনেতারা। প্রযোজনাটিকে আলো আঁধারে সাজিয়েছেন সুজিত বণিক এবং আবহ নির্মাণ করেছেন জয়ন্ত সাহা। উপস্থিত দর্শকেরা প্রযোজনাটির উচ্ছসিত প্রসংশা করেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্কুলের একাধিক গাছ কাটার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্কুলের একাধিক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠল স্কুল পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার হেলেঞ্চা হাই স্কুলে। ইমেইল এর মাধ্যমে জেলা বন আধিকারিক ও বনগাঁর পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গয়ালী।

জানা গিয়েছে হেলেঞ্চা হাই স্কুলের

দ্বিতীয় পাতায়...

রাস উৎসবে কম্বল বিতরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘ আয়োজিত ২৭তম বর্ষের রাস উৎসব মেলা। গত ১৫ নভেম্বর অধিবাস ও তারক ব্রহ্ম নাম গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় রাস উৎসবের। ১০ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত রাস উৎসবে ছিলে কীর্তন গান, গীতা পাঠ, বাউল, পদাবলী, কবিগান, লোকগান, যাত্রাপালা, পুতুলনাচ এবং শেষ দিনে ছিল বিচিত্রানুষ্ঠান।

প্রতিদিন অপরাহ্নে অগণিত ভক্তজনের উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব অঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠত। উৎসব অঙ্গ

নের রাসলীলার প্রদর্শনী সকলের নজর কাড়ে। ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় উৎসবের শেষে দিনে এবারও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এলেকার শতাধিক দুস্থ ও অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীত বস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিনের কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, সমাজকর্মী ও জননেতা কপিল ঘোষ, শ্যামল বিশ্বাস, বাপী হাজরা, উত্তম লোধ, জয়দেব বর্ধন, কৃষ্ণ চৌধুরী, কমল বৈদ্য, সুভাষ মহন্ত, চিন্ময় ভক্ত প্রমুখ। উৎসব কমিটির অন্যতম সংগঠক অনুপ সেনগুপ্ত, দিব্যেন্দু পাল ও বিধান দাস প্রমুখ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা সকলে সোনালী ক্লাব আয়োজিত এই রাস উৎসব ও মেলা এবং সেই সঙ্গে দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে কম্বল বিতরণের কর্মসূচীকে সাধুবাদ জানান। শীতের শুরুতেই শীতবস্ত্র কম্বল পেয়ে অতিশয় খুশি দরিদ্র মানুষজন। পরদিন খিচুড়ি ভোগ প্রদানে এলেকাবাসী সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

বেআইনি টেন্ডারের অভিযোগে পদক্ষেপ

প্রথমপাতার পর...

যে ঘটনায় খুশি নদীপাড়ের বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, বাগদা ব্লকের বাগদা আষাঢু সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বেত্রাবতী নদী। অতীতে এই জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল।

২০০০ সালে ভয়াবহ বন্যার পর রাজ্য সরকার নদীর জমি খাস করে দেয়। সম্প্রতি সেই নদীর জমিতে ২৫ জন ব্যক্তিকে মাছ চাষের জন্য লিজ দেয় বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি। আর এই টেন্ডার দেওয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। অবিলম্বে টেন্ডার বাতিলের দাবি জানান স্থানীয়রা। তার দিন কয়েকের মধ্যে টেন্ডার বাতিলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির হাওয়া বেত্রাবতী নদী পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে। তাদের বক্তব্য, যারা এই নদীর উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তারা প্রত্যেকেই চিন্তার মধ্যে ছিল। এবার চিন্তামুক্ত হওয়া গেল। পাশাপাশি তারা বেত্রাবতী নদী সংস্কারের দাবী জানিয়েছেন।

শ্রীনগর হাবরা নাট্য মিলন গোষ্ঠী
SREENAGAR HABRA NATYA MILAN GOSTHI
SEMINAR 1st December 2024 • 4 p.m.
SUBJECT
Is the current Theatre able to play the right role in shaping society?
বিষয় ঃ বর্তমান থিয়েটার কি সমাজ গঠনে সঠিক ভূমিকা নিতে পারছে?
Venue
Sreenagar Habra Natya Milan Gosthi Rehearsal Room
Ministry of Culture
Government of India
Supported by
Ministry of Culture, Government of India

বেআইনি পথে তপশিলি শংসাপত্র তৈরির অভিযোগ জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের কাছে

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ মহকুমার বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি বেআইনিভাবে তপশিলি শংসাপত্র বের করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে বলে অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। এদিন দুপুরে বনগাঁ ১ নম্বর রেলগেট এলাকা থেকে মতুয়ারা মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে আসেন। সেখানে প্রতিবাদ সভাও করেন তারা। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ শাখা সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'কয়েকজন জনপ্রতিনিধি জেনারেল কাস্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা বেআইনি পথে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তপশিলি শংসাপত্র বার করেছে। সেইসব শংসাপত্র দেখিয়ে তারা ভোটেও দাঁড়িয়েছে। অনেকে জয়লাভ করে জনপ্রতিনিধিও হয়েছেন। আমরা আর টিআই করে বিষয়টি জানতে পেরেছি। মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন করা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। মতুয়া মহাসংঘের যুগ্ম সম্পাদক মনোজ টিকাদার বলেন, এইসব জনপ্রতিনিধিরা যখন স্কুলে পড়েছে, মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে, তখন তারা জেনারেল কাস্ট হিসেবেই পরিচয় দিয়েছিল। এরা কখনো তপশিলি ভাতাও পায়নি। তাহলে এঁরা কি করে তপশিলি হয়ে গেলেন? প্রশাসন জানিয়েছে, এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোটা ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'এটা তৃণমূলের মমতা বালা ঠাকুরদের সংগঠন। সরকার ওনাদের পুলিশ প্রশাসন ওনাদের এসডিও বিডিও ওনাদের। নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরা ডেপুটেশন দিচ্ছে। এটা ক্রিমিনাল অফেন্স। কেন এদের পদ খারিজ করছে না? কেন শংসাপত্র বাতিল করে ওনাদের জেলে ভরা হচ্ছে না? বনগাঁর এক পঞ্চায়েত প্রধান সহ কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম উঠে এসেছে। যাদের নাম উঠে এসেছে, তারা কেউ ক্যামেরায় কোন বক্তব্য না দিলেও সকলেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

চাঁদপাড়া সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত ক্রেজি গ্রুপের আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও ১৬ দলীয় এক আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার অন্যতম স্বেচ্ছা সেবি সংগঠন ক্রেজি গ্রুপের সদস্যরা। আকর্ষনীয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে গাইঘাটা ব্লকের ১৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুরা অংশ নেয়। গত ২৪ নভেম্বর সকালে চাঁদপাড়া প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে খেলোয়াড়দের মাঠ প্রদক্ষিণ ও সংগঠনের সভাপতি গোবিন্দ পাল কর্তৃক জাতীয় পতাকা এবং সম্পাদক প্রান্তন সৈনিক টুটুন বিশ্বাস কর্তৃক ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। শুরুতে গাইঘাটা পূর্বচক্রের সেকাটি এফ পি ও দীঘা সুকান্তপল্লী এফ পি স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে এক আকর্ষনীয় প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় বিজয়ী দীঘা সুকান্তপল্লী স্কুলের অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য ট্রপি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ক্রেজি গ্রুপের সভাপতি গোবিন্দ পাল। বিজিত সেকাটি এফ পি স্কুলকেও ট্রপি প্রদান করা হয়। এরপর শুরু হয় ছোট পড়ুয়াদের আকর্ষনীয় ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। অপরাহ্নে চুড়ান্ত পর্বের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দীঘা জুনিয়র বেসিক স্কুলকে ৬-০ গোলে পরাস্থ করে টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে সেকাটি এফ পি স্কুল। ফাইনাল খেলার সেরা খেলোয়াড় এর পুরস্কার লাভ করে সেকাটি স্কুলের ছাত্র এবং টুর্নামেন্টের সেরা গোলদাতা

প্রান্ত দাস এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় এর পুরস্কার লাভ করে সেকাটি স্কুলেরই পড়ুয়া অভিজিৎ হালদার। সেকাটি স্কুলেরই ক্রীড়া প্রেমী শিক্ষক চন্দন গাইন ও প্রদীপ ভট্টাচার্য (গোলক) জানান, তাদের স্কুল টিম একটিও গোল না খেয়ে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টুর্নামেন্টের বিজয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়কের হতে সুদৃশ্য ট্রপি এবং সেই সঙ্গে সেরা খেলোয়াড়, সেরা গোলদাতা এবং টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহনকারী সকল দলকে সুদৃশ্য ট্রপি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ক্লাব সদস্য ও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

গোবরডাঙায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত কবি গৌরাঙ্গ দাসের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ছোট বেলা থেকেই যিনি কাব্যচর্চা করে চলেছেন, হাবড়ার বাসিন্দা সেই বর্ষিয়ান কবি গৌরাঙ্গ দাস প্রণীত 'স্বদেশ শিরস্ত্রান ও আমি' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল গত ২৬ নভেম্বর গোবরডাঙার গবেষণা পরিষদে। গবেষণা পরিষদের প্রানপুরুষ শিক্ষক দীপক কুমার দাঁর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কবি গৌরাঙ্গ দাস প্রণীত ৭ম কাব্য গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অধ্যাপক বিভা বসু; অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, বিজ্ঞান সেবক ড. সুনীল বিশ্বাস, সমাজকর্মী গোবিন্দ লাল মজুমদার প্রমুখ। সকলেই বর্ষিয়ান কবি গৌরাঙ্গ বাবুর কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন।

এদিনের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে কাব্যপ্রেমী কবিগণ উপস্থিত হন। বিশিষ্ট কবি পাঁচুগোপাল হাজরা, সুদিন গোলদার, রাজু সরকার, অমিতাভ দাস, টুলু সেন, কল্পনা পাল, ধীরাজ রায় প্রমুখ কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কবি গৌরাঙ্গ দাসের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

সবুজ সংঘের হনুমানজীর পুজোয় শীতবস্ত্র বিতরণ ও নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও ১২ নভেম্বর মহাসমারোহে দশম বার্ষিক শ্রী শ্রী বীর হনুমানজীর স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে পুজো, বস্ত্রপ্রদান এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ।

২১ নভেম্বর চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়কের ঢাকুরিয় বকচরা মোড় সংলগ্ন সবুজ সংঘের অঙ্গনের হনুমানজীর মন্দিরে সাড়ম্বরে বীর হনুমানজীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পাড়ার মা-বোনেরা সকাল থেকেই পুজোর আয়োজনে লেগে যান। দূর দূরান্ত থেকেও ভক্তরা এসে পুজোয় অংশ নেন। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির ও অঙ্গন ফুল-মালা এবং আলোকে সজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে পুজো শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিন সন্ধ্যায় মন্দির পার্শ্বস্থ সুসজ্জিত মঞ্চে বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকুরিয়া সহ পার্শ্ববর্তী বকচরা, ধানকুনি, সেকাটি গ্রামের দুস্থ অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র চাদর বিতরণ করা হয়। এদিনের বস্ত্রপ্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাস, সমাজসেবি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস, প্রদীপ ভট্টাচার্য (গোলক), ভবেশ দত্ত,উত্তম লোধ সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ কলকাতা মহানির্বাণ মঠের প্রতিনিধি স্বামীজি এবং সদস্যগণ।

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্সব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**